তারিখ ... 10 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ... .

কালের কণ্ঠ

ইউজিসির বিতর্কিত কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিতে তোড়জোড়!

দুর্নীতির অভিযোগ

বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর এক সপ্তাহ না যেতেই পদোন্নতির সাক্ষাৎকারে ডাক

শরীফুল আলম সুমন ▷

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নকাজ ছাড় করতে অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়নের নামে ১০ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. নাছিমা রহমান। এ অভিযোগের সত্যতা পেয়ে গত ৩ মে থেকে তাঁকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠায় কমিশন। শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই নয়, আরো ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই কায়দায় ঘুষ দাবিরও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। অথচ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর সাত দিন যেতে না যেতেই গতকাল সোমবার তাঁকে একমাত্র প্রার্থী হিসেবে ডাকা হলো পদোন্নতির সাক্ষাৎকারে।

ইউজিসি সূত্র জানায়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক পদে সম্প্রতি বিভাগীয় প্রার্থীদের কাছে দরখাস্ত আহ্বান করে কমিশন। এতে মোট ১৭ জন প্রার্থী আবেদন করেন। কিন্তু একমাত্র প্রার্থী হিসেবে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয় ড. নাছিমা রহমানকে, যিনি বর্তমানে অতিরিক্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অথচ তাঁর সমমানের পদের একাধিক প্রার্থী পদোন্নতির আবেদন করলেও তাঁদের কোনো না কোনো কারণ দেখিয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে একমাত্র প্রার্থী হিসেবেই ডাকা হয় ড. নাছিমা রহমানকে।

ইউজিসির পদোন্নতি বোর্ডের সদস্য আটজন। পদোন্নতির সাক্ষাৎকারে সাধারণত সব সদস্যই উপস্থিত থাকেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক পদে পদোন্নতির সাক্ষাৎকারে যাতে বোর্ডের সবাই উপস্থিত থাকতে পারেন

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

ইউজিসির বিতর্কিত কর্মকর্তাকে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেভাবেই দিন ঠিক করা হয়। কিন্তু বাধ্যতামূলক ছুটিতে থাকা বিতর্কিত ওই কর্মকর্তার পদোন্নতির খবর শুনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ উপস্থিত থাকেননি। এর পরও যথাসময়েই নেওয়া হয়েছে সাক্ষাৎকার।

জানা যায়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ইউজিসির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগে ঘুষ দাবির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর একে একে বেরোচ্ছে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘুষ দাবির অভিযোগ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ (পবিপ্রবি) ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একইভাবে ঘুষ দাবি করা হয়েছিল। আর অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়নের নামে ঘুষ না দেওয়ায় দেড় মাস ধরে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি) ছাড় করছিল না ইউজিসি। অথচ ডিপিপি ছাড় না করায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ কোটি টাকার এবং পবিপ্রবির প্রায় ১৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

এসব বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আরো প্রায় দেড় মাস আগে আমাদের ডিপিপি একনেকে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু ইউজিসির পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে আমাদের ডিপিপিতে অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়নের নামে আলাদাভাবে ১০ লাখ টাকা রাখতে বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু এভাবে টাকা দেওয়া অনৈতিক। তাই এই ডিপিপি আমরা জমা দিইনি। কয়েক দিন আগে ওই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালককে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর পর আমরা ডিপিপি জমা দিয়েছি। অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়নের নামে ওই ১০ লাখ টাকাও বাদ দিয়েছি। আশা করছি দু-এক দিনের মধ্যেই তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পৌঁছবে।'

পবিপ্রবির উপাচার্য মো. শামসুদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি সরাসরি ডিল করি না। তবে, জানতে পেরেছি আমাদের ডিপিপিতেও অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়নের নামে ১০ লাখ টাকা রাখা হয়েছিল। তবে সম্প্রতি এই ডিপিপি আবার রিভাইস করে ওই ১০ লাখ টাকা বাদ দিয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। আর এই ডিপিপি নিয়ে প্ল্যানিং কমিশনে আমি দেড় থেকে দুই মাস আগে মিটিং করেছি। অথচ এখনো তা ইউজিসি থেকেই ছাড় করা হয়নি।'

জানা যায়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছ থেকে ঘুষ দাবির লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর ইউজিসির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. নাছিমা রহমান ও একই বিভাগের সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো. আতোয়ার রহমানকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর পাশাপাশি বিষয়টি তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ২২ মে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার কথা রয়েছে। কিন্তু ড. নাছিমা রহমান ইউজিসির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পারিবারিক বন্ধু হওয়ায় তদন্ত ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এসব বিষয় জানতে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। আর ইউজিসির সদস্যরা এ বিষয়ে কোনো কথা বলবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন।